সপ্তাহের সেরা দিন শুক্রবার: জানুন জুমার ফজিলত ও আমল

সংগৃহীত ছবি

ইসলামে সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে শুক্রবার বা জুমা বারকে সর্বোত্তম ও বরকতময় দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ? বলেছেন, "সূর্য উদিত হওয়ার মধ্যে শুক্রবারের চেয়ে উত্তম কোনো দিন নেই। এই দিনে আদম (আ.) সৃষ্টি হয়েছেন, এই দিনে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন এবং এই দিনেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।" (সহিহ মুসলিম)। এই দিনটি মুমিনদের জন্য রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে।

জুমা বারে মুসলমানদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু আমল। এর মধ্যে রয়েছে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার, সূরা কাহফ তিলাওয়াত এবং জুমার নামাজে সময়মতো উপস্থিত হওয়া। রাসূল ? বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী সময় আলো ছড়িয়ে দেবে। এছাড়া এ দিন বেশি বেশি দরুদ শরিফ পাঠ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

জুমার দিনের অন্যতম বিশেষত্ব হলো দোয়া কবুলের সময়। অনেক আলেমের মতে, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিই দোয়া কবুলের সম্ভাব্য সময়। তাই এ সময়ে ইবাদত, দোয়া ও আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকা উচিত। এ দিনটি শুধু নামাজের দিন নয়—এটি মুসলিম উম্মাহর সাপ্তাহিক ঈদ, গুনাহ মাফের সুযোগ এবং ঈমান নবায়নের একটি বড় মাধ্যম।

প্রতিটি মুমিনের উচিত জুমার দিনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া এবং এর ফজিলত অনুযায়ী ইবাদত পালন করা। এই দিনে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের অসংখ্য সুযোগ রয়েছে, যা আমাদের জীবনকে আলোকিত ও পরকালকে সফল করতে পারে। তাই জুমা বারকে শুধুমাত্র একটি রুটিন নামাজের দিন ভেবে নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, দোয়া ও সৎকর্মের এক বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।